বিআর১৮

পীর আউলিয়ার নামে ধান
শান্ত করে মন প্রাণ

ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

জাত পরিচিতি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট পরীক্ষা নিরীক্ষা করে হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জের হাওড় এলাকার উপযোগী বলে এ জাতটি ইন্দোনেশিয়া থেকে এদেশে প্রবর্তন করেছে। এটি ১৯৮৫ সালে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য বিআর১৮ নামে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে। এ জাতের জনপ্রিয় নাম শাহজালাল।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- কান্ড খুবই মজবুত ও হেলেপড়া প্রতিরোধী।
- গাছের উচ্চতা ১১৫-১২০ সেন্টিমিটার।
- চারার উচ্চতা ২০-২৫ সেন্টিমিটার।
- কুশি গজানোর ক্ষমতা মাঝারি।
- পাতা প্রশস্ত, লম্বা এবং মোটামুটি খাড়া।
- চাল মাঝারি মোটা, সাদা ও ভাত ঝরঝরে।
- এ জাতের ধান মাড়াই করা সহজ।

বিআর১৮

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

হাওড়, বাওর আর বিলাঞ্চলে এ জাতের আবাদ করা উচিত। কারণ এর কান্ড লম্বা, তাই ধান পাকার সময় হঠাৎ বন্যায় মাঠে কোমর পানি হলেও ফসল কাটা যায়।

জীবনকাল

এ জাতটির জীবনকাল ১৬৫-১৭০ দিন।

ফলন

ফলন হেক্টরপ্রতি ৬.০-৬.৫ টন।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজ তলায় বীজ বপন ঃ** ১৫-৩০ কার্তিক (৩০ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর)।

২. **রোপনের সময় ঃ** ৩০ অগ্রহায়ণ - ১৫ পৌষ।

৩. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ**

ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	দস্তা
৩০-৪০	৭-১৪	৮-১৬	৪-১১	০.৭-১.০

৩.১ ইউরিয়া সার তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রথম উপরি প্রয়োগ ঃ রোপণের ১৫-২০ দিন পর।

দ্বিতীয় উপরি প্রয়োগ ঃ রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর। ইউরিয়া প্রয়োগের পর সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

তৃতীয় উপরি প্রয়োগ ঃ রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর।

৩.২ ইউরিয়া প্রয়োগের সঠিক সময় নির্ণয়ের জন্য লিফ কালার চার্ট ব্যবহার করতে হবে।

৪. **আগাছা দমন ঃ** রোপণের ৪৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৫. **সেচ ব্যবস্থাপনা ঃ** থোর অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পযর্ন্ত জমিতে পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬. **ফসল কাটা ঃ** ২০ চৈত্র - ৫ বৈশাখ (৩-১৮ এপ্রিল)।

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd